

50745 - রমজান মাসে যসেব মুসলমান রোজা রাখতে না তাদরেককে কভিবে দাওয়াত দয়ো যায়?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমজান মাসে যসেব মুসলমি সিয়াম পালন করে না তাদরে সাথে আচার-আচরণ কমন হওয়া উচতি? এবং তাদরেকে রোজা রাখার প্রতি দাওয়াত দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নমিনোকত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে ঐ সমস্ত মুসলমানকে রোযা রাখার প্রতি দাওয়াতদয়ো, রোজা রাখার প্রতি তাদরেককে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ মহান ইবাদত পালনে অবহলো করা থেকে তাদরেককে সাবধান করা ওয়াজবি। ১। তাদরেককে অবহতি করা যে,রোজাএকটি ফরজ ইবাদত, ইসলামেরোজার মর্যাদাঅতি মহান, ইসলাম যে ভিত্তিগুলোর উপর নির্মিত রোজা সগেলোরঅন্যতম।

২। রোজাপালনরমহান প্রতিদিনতাদরেকস্মরণকরয়িদেয়ো। যমেনরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলছেন:

( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (38) ومسلم (760)

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসে রোজা পালন করবে তাঁর পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[আল-বুখারী (৩৮) ও মুসলিম (৭৬০)]

তিনি আরো বলছেন:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ) رواه البخاري (7423)

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়মে করে, রমজানরে রোজা পালন করে আল্লাহর উপর তার এই অধিকার এসে যায় যে, তিনি তাকে জান্নাতের প্রবেশে করাবেন; সে আল্লাহর পথে জাহিদ করুক কিংবা তার জন্মস্থান থেকে বের না হোক। সাহাবায়েরোম বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কমানুষকে এ সুসংবাদ দিবি না? তিনি বললেন: নশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ১০০টি স্তর আল্লাহর পথে জাহিদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। দুই স্তরের মধ্যে ব্যবধান হল আসমান ও যমীনকে ব্যবধানের ন্যায়। আপনারা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন তখন জান্নাতুল ফরেদাউস চাইবেন। ফরেদাউস হচ্ছে- সর্বোত্তম জান্নাত ও সুউচ্চ জান্নাত। এর উপরে হচ্ছে- আর-রহমানের (পরম দয়ালুর) আরশ। সেখান থেকে জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়।”[সহিহ বুখারী (৭৪২৩)]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলছেন:

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي . وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ (رواه البخاري (7492) ومسلم (1151))

“আল্লাহ তাআলা বলেন:রোজা আমার-ই জন্ম, আমিই এরপ্রতিদিন দিবি। রোজাদার আমার জন্ম ঘটন চাহিদা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোজা হচ্ছে- ঢালস্বরূপ। রোজাদারের জন্ম দুটি খুশি রিয়ছে। একটি ইফতারের সময়। অন্যটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে। নশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মসিকের সুবাসের চেয়েও সুগন্ধময়।”[সহিহ বুখারী (৭৪৯২) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

৩। রোজানা-রাখার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। পরষিকার ধারণা দয়াে যে, রোজা না-রাখা কবরী গুনাহ। ইবনে খুযাইমাহ (১৯৮৬) ও ইবনে হব্বান (৭৪৯১) আবুউমামা আল-বাহলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي ( الضبع هو العضد ) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد. فقلت: إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشقة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمان (1509)) .

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনছি তিনি বলেন:একবার আমি ঘুমিয়ে ছলাম। এ সময় দুইজন মানুষ এসে আমার দুইবাহু ধরে আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো। সেখানে নিয়ে তারা আমাকে বলল: পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম:আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা বলল: আমরা আপনার জন্ম সহজ করে দিচ্ছি। তাদের আশ্বাস পেয়ে আমি উঠতে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

লাগলাম এবং পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেলোম। সেখানে প্রচণ্ড চট্কারের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসে করলাম: এটা কিসের শব্দ? তারা বলল: এটা জাহান্নামী লোকদের চট্কার।

এরপর তারা আমাকে এমন কিছু লোকদের কাছে নিয়ে এল যাদেরকে পায়ের টাখনুতে বঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্‌বিন্‌, তা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসে করলাম: এরা কারা? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে এমন রোজাদার যারা রোজা পূর্ণের আগে ইফতার করত।”

শাইখ আল-আলবানী ‘সহীহ মাওয়ারদি আজ-যামআন’(১৫০৯)গ্রন্থহোদসিটকি সহীহ আখ্যায়তি করেন এবংহাদসিটির শেষে টীকা লিখে বলেন:“আমি বলি-এই শাস্তি হল তাঁর জন্য যে রোজারখেছে; কিন্তু ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে ইফতার করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মূলতই রোজারাখেনি তার অবস্থা কি হতে পারে?! আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নরিপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।”

৪। রোজা পালন করা যে সহজ, এতে যে কী আনন্দ, খুশি, তুষ্টি, মনের প্রশান্তি ও অন্তরের স্বস্তি রয়েছে তা বর্ণনা করা। কুরআন তলোওয়াত ও কয়ামুল লাইলের মাধ্যমে দবানিশি ইবাদতমেশগুল থাকার যে মজা তা তুলে ধরা।

৫। রোজা, রোজার গুরুত্ব ও রোজার মাসে একজন মুসলমিরে করণীয় বিষয়ক কিছু আলোচনা শুন্য উপদেশে দয়া এবং এ বিষয়ক কিছু লফিলটে পড়তে দয়া।

৬। কমেলা ভাষা ও উত্তম কথা দিয়ে নরিবচ্ছিন্নভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া ও নসীহত করা। সাথে সাথে তাদের হদোয়াত ও মাগ্ফরাতের জন্য দোয়াকরতে থাকা।

আমরাআল্লাহরকাছেআমাদেরজন্য ওআপনার জন্য শক্তি ওসামর্থ্য প্রার্থনাকরছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।